তারিখ ... ৩০।২।৮৩ ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ৪ ...

চিঠিপত্রে

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

বি. এম কলেজে রসায়নে স্নাতকোত্তর কোর্স

ব্রজমোহন কলেজে বর্তমানে ৪টি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু আছে, তম্মধ্যে রসায়ন শাস্ত্র একটি। রসায়ন শাস্ত্রে ২টি গ্রুপে স্নাতকোত্তর কোর্স চালু আছে একটি জৈব রসায়ন ও অন্যটি ভৌত অজৈব গ্রুপ। অথচ শিক্ষক অপ্রতুল রসায়ন বিভাগে এ দু'গ্রুপে পাঠদান করার মত যোগ্য শিক্ষক আদৌ নেই! নৈমিত্তিক আধুনিকতাপূর্ণ এ গ্রুপ দু'টিতে স্নাতকোত্তর কোর্সে পাঠদান করার মত শিক্ষক যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই অপর্যাপ্ত সেখানে ব্রজমোহন কলেজে স্নাতকোত্তর কোর্স খুলে বসা আর তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদন দেয়ার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমরা মনে করি না। এখানে একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর চূড়ান্ত পর্ব পর্যন্ত জৈব রসায়নের মাত্র একজন প্রভাষক, ভৌত রসায়নে একজন প্রভাষক ও একজন সহকারী অধ্যাপক যিনি বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান; অজৈব রসায়নে একজন প্রভাষক এবং শিল্প রসায়নে একজন প্রভাষক। এ পাঁচজন শিক্ষকই একাদশ শ্রেণী থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের একমাত্র অন্ধের যষ্টি আর এ নিয়েই চলছে বিএম কলেজে স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচী।

এরপর গবেষণাগার প্রসংগ: দু'টি মাত্র মিনি কক্ষের একটি গবেষণাগারে চলছে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রদের পাশাপাশি সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের ব্যবহারিক ক্লাস। এর সমস্যার জন্যেই প্রতি বছর সম্মান ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের ব্যবহারিক ক্লাস শুরু হয় উক্ত শ্রেণীসমূহের চূড়ান্ত লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর। এর পরও থাকে রি-এজেন্টের অপ্রতুলতা। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা মোটের উপর কখনোই বিশেষ করে ব্যবহারিক পরীক্ষায় ভালফল লাভ করতে পারে না।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের সমস্যা সমাধানের আবেদন রইল।

রসায়ন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী
বি. এম কলেজ, বরিশাল